২০১৭

আধুনিক ভারতীয় ভাষা

বাংলা

(কলা/বিজ্ঞান/সঙ্গীত বিভাগ)

পূর্ণমান — ৫০

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়

SIXTH DAY

১। নিম্নলিখিত যে-কোনো *একটি* প্রবন্ধাংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ

(ক) আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত করো? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে — যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর — আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না, আমাদের ভাষা-সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল- ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারী ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।

(অ) বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে কেন? ৩

(আ) 'কটমট ভাষা' কী বোঝানো হয়েছে? ৪

(ই) বিবেকানন্দ কোন্ ভাষার পক্ষে, কেন সওয়াল করেছেন? ৫

(ঈ) রকমারি ভাষার মধ্যে কেন, কোন ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে? ৩

অথবা

(খ) আমাদিগকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে, আমাদের জলকষ্ট ঘটাইতেছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে। তেমনি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমাদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মত না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়। দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এই জন্যে অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না। কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

(অ) পল্লীর মেলাগুলিকে উদ্ধার করবার প্রয়োজন কেন? ৫

(আ) আমাদের গৌরব ও ধর্ম কীভাবে রক্ষা করা যাবে? ৩

(ই) দেশের কাজে কলের প্রয়োজন কেন? ৩

(ঈ) কীভাবে আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হয়ে উঠতে পারে? ৪

২। (ক) ভারতবর্ষে ক্রিকেটের তুলনায় অন্যান্য খেলাধূলা প্রায় অবহেলিত — এই বিষয় নিয়ে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটির অনধিক ৫০ শব্দে পুনর্নির্মাণ করো। ১০

আর কয়েক বছরের মধ্যেই বাজারে ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন চলে আসছে বলে আশারবাণী শোনালেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলী। এই ভ্যাক্সিন এখন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ড্রাগ অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতির অপেক্ষায়। ভ্যাক্সিনে সম্পূর্ণরূপে সারবে কোলন ও চামড়ার ক্যান্সার। অন্য ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দেবে এই ভ্যাক্সিন। গবেষণা যে পথে এগোচ্ছে তাতে আর কয়েকদিনের মধ্যেই সব ক্যান্সারের নিরাময়ে সু-চিকিৎসা আশা করা যাচ্ছে।

ক্যান্সারকে জয় করবার সুদিনটি পৃথিবীতে নিয়ে আসবার ক্ষেত্রে এক বঙ্গসন্তানের অবদান আছে জেনে ভারতবাসী আত্মশ্লাঘা বোধ করতেই পারেন। সেই বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র অনিরুদ্ধবাবু এখন পৃথিবীর প্রথম দশজন ক্যান্সার গবেষকদের অন্যতম। তিনি গত দশ বছর ধরে একাগ্র মানসিকতায় ক্যান্সার সেল নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁর ধারণা দশ বছর পরে আমেরিকার বাজারে এই রোগের ভ্যাক্সিন সহজলভ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তখন ভ্যাক্সিনের যা দাম থাকবে তা ভারতের মতো দেশের সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই সময়ে অনিরুদ্ধবাবুর একান্ত ইচ্ছা দেশে ফিরে আসা এবং এদেশেও কীভাবে ওই ভ্যাক্সিন সহজলভ্য করা যায় তা সুনিশ্চিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা।

৩। যে-কোনো *পাঁচটি* শব্দের পরিভাষা লেখো: ৫

Agronomy, Broadcasting, Chorus, Demography, Elevator, Impulse, Lexicon, Notification, Sabotage, Synopsis

৪। (ক) 'তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে' — কবিতাটির বিষয়বস্তু নির্দেশ করে এর কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো। ১০

অথবা

(খ) "শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে" — কবিতাটির তাৎপর্য আলোচনা করো। ১০

৫। (ক) 'ছুটি' গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করে এর নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫+৫

অথবা

(খ) 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন চরিত্রটির মূল্যায়ন করো। ১০